ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৬)
বিষয়: ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে
জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা

জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালা জানার গুরুত্ব

- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায়-
  ১. ভুল থাকবে ২. অবশ্যই ভুল থাকবে
  ৩. ভুল থাকবেনা ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল থাকলে-
  ১. ব্যাপকভাবে ভুল শিক্ষা অর্জিত হবে ২. ভুল শিক্ষা অর্জিত হতে পারে
  ৩. সঠিক শিক্ষা অর্জিত হবে ৪. বলা কঠিন

- মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ কী?
  মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া
- ইসলামী শিক্ষায় ভুল ঢুকানো এবং তা স্হায়ী করার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরা কয়টি স্তরে কাজ করেছে?
  ৯টি

- ঐ ৯টি স্তরের প্রথমটি কী?

১. ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া

↓

২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্হা করা

↓

৩. সুন্নাহ্‌র জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্হা করা

↓

৪. কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্হা করা

↓

৫. অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

৬. ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

↓

৭. মাদ্রাসায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ানোর পরিবর্তে ফিকাহশাস্ত্র পড়িয়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য ও উৎসাহিত করা

↓

৮. ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বন্ধ করে ঢুকিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাগুলোর সংস্কারের পথ বন্ধ করা

↓

৯. মিথ্যা বা ভুল তথ্যগুলো মুসলিমদের বিনা দ্বিধায় গ্রহন করানোর জন্য অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) চালু করা

যে সকল দৃষ্টিকোন থেকে আলোচ্য বিষয়টি আলোচনা করা হবে

১. জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের পর্যালোচনা
২. জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা
৩. ইসলিস ও তার দোসরদের জ্ঞানের উৎস নীতিমালায় ভুল ঢুকানো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যতবাণী।

১. জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের র্যালোচনা

- সঠিক না ভুল? জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ হলো-
  ১. কুরআন ২. হাদীস ৩. ইজমা ৪. কিয়াস

- কোনটি সঠিক? কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে জ্ঞানের উৎস বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-
  ১. শতভাগ ২. প্রায় শতভাগ ৩. অনেক ৪. খুব কম ৫. বলা কঠিন

তথ্যটি বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা আছে এভাবে-

❖ গ্রন্থ-১

উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ

فان اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالي و سنة رسوله و اجماع الامة و القياس- فلا بد من البحث قي كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك تخريج الاحكام

অনুবাদ: নিশ্চয় উসুলুল ফিকহ চারটি- আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং কিয়াস। প্রত্যেকটি বিষয়ে উপরোক্ত চারটি মূলনীতির বাইরে শরীয়তের আহকাম বের করা ঠিক হবে না। (উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ, পৃ:-৫)

মূল লেখক: ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত)। জন্ম- শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু-৩২৫ হি: (মিসরে)।

❖ গ্রন্থ-২

মাদ্রাসার পাঠ্যবই- বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশী
ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হল ৪টি-

১. কুরআন
২. হাদীস
৩. ইজমা
৪. কিয়াস

কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই।
(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক-আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)।

❖ গ্রন্থ-৩

জ্ঞানের চারটি উৎস রয়েছে-
ক. আল-কুরআন
খ. আল-হাদীস বা সুন্নাহ
গ. ইজমা
ঘ. ইজতিহাদ বা কিয়াস।
(এম এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি। ভাষান্তর ও সম্পাদনা: প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ১৪)

➕ কোনটি সঠিক? জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের মধ্যে ঈড়সসড়হ ংবহংব/আকল উপস্থিত-

১. আছে　　২. অবশ্যই আছে　　৩. নেই　　৪. অন্যকিছু

➕ ইবলিস ও তার দোসরদের এ কাজটি করার মূল কারণটি কী?

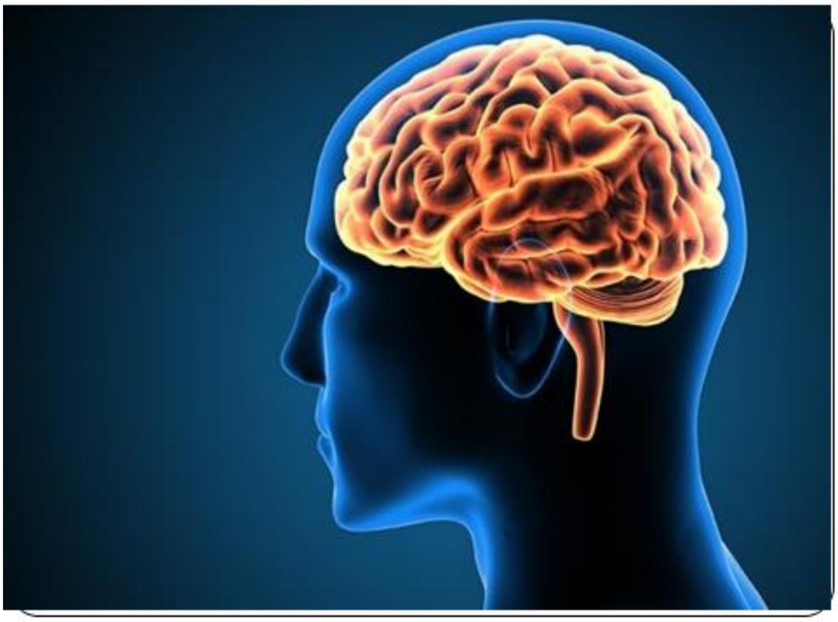

কিয়াস ও ইজমা জ্ঞানের উৎস হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

কিয়াসের সাধারণ সংজ্ঞা: কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে- কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, ইসলামের একজন ফকীহ/মণীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল।

ইজমার সাধারণ সংজ্ঞা:

কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল অভিন্ন হলে অথবা কারো কিয়াসের বিষয়ে সকলে একমত হলে তাকে ইজমা বলে। অর্থাৎ কিয়াস হলো- ইসলামী বিষয়ে একজন মণীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল। ইজমা হলো- ইসলামী বিষয়ে মণীষীদের সামষ্টিক গবেষণার ফল। ফিকাহ গ্রন্থের সাধারণ সঙ্গা : মণীষীদের গবেষণার ফল (ইজমা ও কিয়াস) ধারণকারী গ্রন্থ।

- কোনটি সঠিক? একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে-
  ১. পারে ২. পারেনা ৩. অবশ্যই পারেনা ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কিয়াস (একক গবেষণার ফল) ও ইজমা (সামষ্টিক গবেষণার ফল) জ্ঞানের উৎস হতে-
  ১. পারে ২. পারেনা ৩. অবশ্যই পারেনা ৪. বলা কঠিন

কিয়াস ও ইজমার মুল্য আছে কিনা

- কোনটি সঠিক? কিয়াস (একক গবেষণার ফল) ও ইজমার (সামষ্ঠিক গবেষণার ফল)-
  ১. কোন মূল্য নেই ২. অবশ্যই মূল্য আছে
  ৩. মূল্য থাকতেও পারে ৪. বলা কঠিন
- কী সেই মূল্য?

- কোনটি সঠিক? পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির গভিরতা সমান নয়। তাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বেশি তাদের মতামত-

  ১. অধিক গুরুত্ব পাবে   ২. কম গুরুত্ব পাবে
  ৩. অধিক গুরুত্ব পেতেও পারে   ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কিয়াস ও ইজমা হলো ইসলামী বিশেষজ্ঞ বা মণীষী ব্যক্তিদের একক বা সামষ্ঠিক গবেষণার ফল। তাই, কিয়াস ও ইজমার মূল্য-

  ১. অবশ্যই আছে   ২. আছে   ৩. মনে হয় আছে   ৪. বলা কঠিন

আল কুরআন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ: তোমরা যদি না জানো (না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মণীষী/ফকিহ) নিকট জিজ্ঞাসা করো। (আম্বিয়া/২১ : ৭, নাহল/১৬ : ৪৩)

- কোনটি সঠিক? আয়াত দুখানি অনুযায়ী কিয়াস ও ইজমার মূল্য-

  ১. অবশ্যই আছে   ২. আছে   ৩. মনে হয় আছে   ৪. বলা কঠিন

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

প্রচলিত অনুবাদ :

ইমাম মুসলিম (রহ.) নুমান বিন বাশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

নুমান বিন বাশীর (রা.) তাঁর আঙ্গুল দু্'টি দিয়ে কানের দিকে ইশারা করে বলেন-আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট ... ... আরও জেনে রাখো- শরীরের মধ্যে একটি মাংশ (মুদগাহ) রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিনত হয়। জেনে রাখো, সেটি হলো হার্ট/হৃৎপিন্ডি (কলব)।

(মুসলিম, হাদীস নং- ৪১৭৮ এবং বাইহাকী, আল-আরবাউনাস সুগরা, হাদীস নং-৬৩)

- কোনটি সঠিক? হাদীসখানি অনুযায়ী কিয়াস ও ইজমার মূল্য-

১. অবশ্যই আছে ২. আছে ৩. মনে হয় আছে ৪. বলা কঠিন

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ،، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِى الْقُرْآنِ كُفْرٌ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে- আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও। (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৭৯৭৬)

- কোনটি সঠিক? হাদীসখানি অনুযায়ী কিয়াস ও ইজমার মূল্য-

  ১. অবশ্যই আছে ২. আছে ৩. মনে হয় আছে ৪. বলা কঠিন

কিয়াস ও ইজমার মূল্য সম্পর্কে চালু থাকা অন্য দুটি কথা-

১. কিয়াস ও ইজমা ইসলামী শরীয়ার উৎস
২. কিয়াস ও ইজমা হলো দ্বিতীয় স্তরের উৎস ।

- কোনটি সঠিক? শরীয়াহ হলো ইসলামের বিধি-বিধান তথা বুনিয়াদি বিষয়। তাই, জ্ঞানের উৎস এবং শরিয়ার উৎস-

  ১. অভিন্ন হবে ২. ভিন্ন হবে ৩. মনে হয় ভিন্ন হবে ৪. বলা কঠিন

তাই, এ দুটি কথার কোনটি সঠিক নয়।

কিয়াস ও ইজমার প্রকৃত মুল্য

জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বিষয়গুলো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-

১. জ্ঞানের উৎস
২. গবেষণার তথ্যসূত্র (রিফারেন্স)।

জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ

- কোনটি সঠিক?

  ১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান ২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
  ৩. উভয়টি সঠিক ৪. কোনোটি সঠিক নয়

প্রকৃত অর্থ

- ❑ General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান
- ❑ Common sense অর্থ- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান

তাই, জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো-

১.কুরআন

২.সুন্নাহ

৩. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি/কান্ডজ্ঞান)

জ্ঞানের উৎসের বিষয় মণীষীগণের বক্তব্য

মণীষী-১

ইলম অর্জনের উৎস তিনটি। আল-কুরআনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকল ও অনুভূতি-চেতনা। (আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, মাওসূআতুল বুহুস ওয়াল মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ, ভূক্তি-মাসাদিরুল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১।)

মণীষী-২

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন : জ্ঞানার্জনের উৎস তিনটি। কুরআন, সুন্নাহ, বিবেক। (মাজাল্লাতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০।)

মণীষী-৩

জ্ঞানার্জনের মূলনীতি তিনটি। ওহী, অনুভূতি ও আকল। (ইমাম গাযালী রহ., আল-ইসলাম ওয়াত ত্বায়াকাত আল-মুআত্তালাত, মিশর : দারু নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫)

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

১. কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান

২. সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা

৩. Common sense : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য

১. কুরআন (আল্লাহ তায়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী

২. সুন্নাহ (রাসূল সা.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী

৩. Common sense: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

যে কারণে ষড়যন্ত্রকারীরা **Common sense**/আকলকে জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ .

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ব্যতীত। কারণ, তাদের অধিকাংশই يَجْهَلُونَ । (আল আনআম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ :

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর তৈরি করা ঈমান আনার প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ইচ্ছা ব্যতীত। কারণ, তাদের অধিকাংশই ঈড়সসড়হ ংবহংব ব্যাবহার না করা ব্যক্তি।

তথ্য-২

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ : (কুরআন) একটি পথনির্দেশিকা মুত্তাকীদের জন্য।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : (কুরআন) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ সচেতন তথা আকল/ঈড়সসড়হ ংবহংব সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। অর্থাৎ বে-আকল/ ঘড়হ-ংবহংব ব্যক্তিরা কুরআন থেকে হিদায়েত নিতে পারবে না।

তথ্য-৩

وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : যারা ঈড়সসড়হ ংবহংব কে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভুল চাপিয়ে দেন। (সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ... ... عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ » . قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ . قَالَ : سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ .

অনবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাইদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন- পূর্বদিক থেকে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে (কিন্তু) জ্ঞান-বুঝের শক্তির (আকল/ঈড়সসড়হ ংবহংব) সাথে মিলিয়ে বুঝে নিবে না, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না যেমনভাবে তীর পুনরায় তুণীরে ফিরে আসে না। তাঁকে বলা হলো- তাদের আলামত কী? তিনি বললেন- তাদের আলামত হলো মাথা মু-ন। (বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭১২৩)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারা তীরের বেগে তথা দ্রুত গতিতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে সম্প্রদায় হলো তারা যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তারা আকলের সাথে তা মিলিয়ে নেবে না। তাই, কুরআন পড়ার পর সেটিকে আকলের সাথে মিলিয়ে নেয়া বলতে কি বুঝায় তা জানা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কারণ বিষয়টির সাথে ইসলামে থাকা না থাকা জড়িত। মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একজন আরব কুরআন পড়লে অনুবাদ বুঝতে পারে। কিন্তু হাদীসটি অনুযায়ী সেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যদি আকল দিয়ে তা বুঝে না নেয়। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- কুরআন মুখে পড়ার পর শুধু অনুবাদ জানলে চলবে না। অনুবাদটি আকল সিদ্ধ হচ্ছে কিনা সেটিও দেখতে হবে।

এর কারণ হলো- অনুবাদটি যদি আকল সিদ্ধ না হয় তবে সেটির প্রতি ব্যক্তির বিশ্াস দৃঢ় হবে না। ফলে ইবলিস ধোকা দিয়ে, সহজে তাকে কুরআনের বিপরীত কথা গ্রহন করাতে পারবে। আর এ কারণে সে ইসলাম থেকে দ্রুত বেগে বের হয়ে যাবে। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- কুরআন শুধু অনুবাদ জানলে চলবে না। অনুবাদটি আকল সিদ্ধ কওে বুঝে নিতে হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ,,عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) উসাইর বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-উসাইর বিন আমর (রা.) বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স.)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? সাহল বিন হুনাইফ বললেন- তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু) জ্ঞান-বুঝের শক্তি (আকল/ঈড়সসড়হ ংবহংব) দিয়ে বুঝে নিবে না, তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং২৪৯৬)

হাদীস-৩

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ,,عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ"

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী বর্ণনাধারা বা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন- হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের স্বর ও সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (এবং) কুরআন তাদের কন্ঠনালী

(স্বরতন্ত্র/খধণ্ডুহী) অতিক্রম করবে না। তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

{বায়হাকী,ওশু'আবুল ঈমান' (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রী.),فصل في فضائل السور والآيات (সূরা ও আয়াতের ফজিলত অধ্যায়), فصل في ترك التعمق في القرآن (কুরআনের বিষয়ে গভীরতা অর্জন ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৪৯, পৃ. ১০২৬}

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কন্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/খধণ্ডুহী) অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা-

স্বরতন্ত্র/খধণ্ডুহী হলো মানব শরীরের সে অঙ্গ যেখানে স্বর/শব্দ তৈরি হয়।

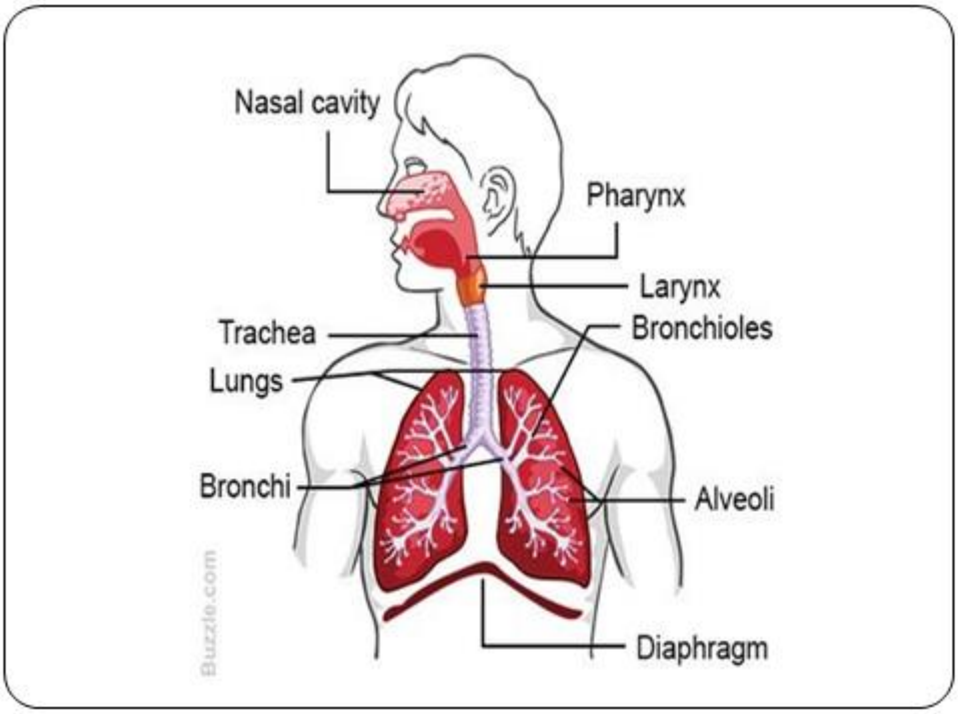

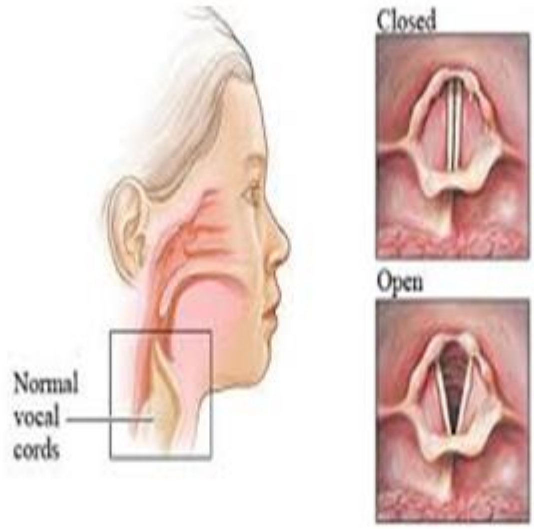

তাই, কুরআন পড়ার পর স্বরতন্ত্র অতিক্রম না করার অর্থ হলো- কুরআন পড়বে কিন্তু সে পড়া স্বরতন্ত্র অতিক্রম করে ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তিতে (আকল/) পৌছাবে না। অর্থাৎ তারা Commonsense দিয়ে তা বুঝে নিবে না।

হাদীস-৫

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا

أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِىُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ

অনুবাদ: ইমাম দারমেী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর র্বণনা সনদরে র্৪থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমরে থকেে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লখিছেনে- শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) শুধু সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনে সফল হতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে পারতো, আকল/ ও সাধনা/ তপস্যা । অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী/তপস্বী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয়, সে বলে এটি এমন এক গ্রন্থ যার জ্ঞান, গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন হয় কিন্তু সাধনাকারী/ তপস্বী হয় না সে বলে এটি এমন গ্রন্থ, যার জ্ঞান গভীর সাধনা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। তারপর শা'বী বললেন- আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা করবে যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও থাকবে না। না আকল আর না সাধনা/তপস্যা।' সুনানুদ দারমেী, হাদীস নং-৩৭৯

গবেষণার রিফারেন্স (তথ্যসূত্র)

- কোনটি সঠিক? কুরআন তথা ইসলাম গবেষণাকে-
  ১. অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে ২. কোন গুরুত্ব নেই ৩. কিছু গুরুত্ব আছে ৪. বলা কঠিন

গবেষণা করতে গেলে রিফারেন্স (তথ্যসূত্র) লাগে এবং প্রত্যেক গবেষককে তার গবেষণার রিফারেন্স স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।

- সঠিক না ভুল? ইসলামী বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে রিফারেন্স (তথ্যসূত্র)-
  ১. লাগবে ২. লাগবে না ৩. অবশ্যই লাগবে ৪. বলা কঠিন

তাই, ইসলামী জীবন বিধানে গবেষণার রিফারেন্স কী হবে তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। এটি জানতে/বুঝতে হলে- কিয়াস ও ইজমার প্রকৃত সংজ্ঞা আগে বুঝে নিতে হবে।

কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা

কিয়াসের সাথে হিকমাহ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।তাই, কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে হলে হিকমাহ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা আগে জানতে হবে। হিকমাহ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুবার এসেছে। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু নেই। হিকমাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ : প্রজ্ঞা, বিচক্ষনতা, অন্তর্দিষ্টি ইত্যাদি।

হিকমার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদঃ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন- যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব শেখায় এবং হিকমাহ শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো। (সূরা জুমআ/৬২ : ২) (অভিন্ন বক্তব্য আছে আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪ এবং বাকারার/২ : ১২৯ ও ১৫১ নং আয়াতে)

তথ্য-২

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

অনুবাদ : তিনি যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা হিকমাহ' দান করেন। আর যাকে হিকমাহ' দেয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয় দেয়া হয়। (সূরা বাকারা/২ : ২৬৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে হিকমাহ সম্পর্কে মহা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় জানা যায়-

১. হিকমাহ মানুষ পায় আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী। অর্থাৎ হিকমাহ পাওয়ার আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

২. হিকমাহ অতীব কল্যাণকর একটি বিষয়। ঐ কল্যাণের সবচেয়ে বড়টি হলো- কুরআন ও সুন্নাহ সহজে বুঝতে পারা।

তথ্য-৩

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ

অনুবাদ : আর স্মরণ করো তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহ এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ (জ্ঞান/শিক্ষা) সরবরাহ করেন।
(সূরা বাকারা/২ : ২৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহর কিতাব যেমন আল্লাহর নিকট অবতীর্ণ (নাযিল) হয়েছে তেমনিভাবে হিকামাহও আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ (নাযিল) হয়।

হকিমার সংজ্ঞা-

কুরআন, সুন্নাহ, বজ্ঞিান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতহিাসকি সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতহিাসকি সত্য কাহনিীর শক্ষিার মাধ্যম, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানরে শক্তি -এর উৎর্কষতি অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বশ্লিষেণ, বচিার-ফায়সালা ও সদ্ধিান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

হকিমাধারী (প্রজ্ঞাবান/বচিক্ষণ/ফকীহ) ব্যক্তরি সংজ্ঞা-

কুরআন, সুন্নাহ, বজ্ঞিান, সাধারণ ও বজ্ঞোণকি সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতহিাসকি সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতহিাসকি সত্য কাহনিীর শক্ষিার মাধ্যম,ে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানরে শক্তি ঈড়সসড়হ

ংবহংব-এর উৎর্কষতি অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বশ্লিষেণ, বচিার-ফায়সালা ও সদ্ধিান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অধকিারী ব্যক্ত।ি

ফকীহ ব্যক্তরি সংজ্ঞা সর্ম্পকে কুরআন

وَهُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسۡتَقَرٌّ وَّمُسۡتَوۡدَعٌ ؕ قَدۡ فَصَّلۡنَا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّفۡقَهُوۡنَ ﴿۹۸﴾

অনুবাদ : আর তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী (পরকাল) ও অস্থায়ী (মাতৃগর্ভ এবং ভূ-পৃষ্ঠ) আবাসস্থল। আমরা এমন সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যারা ফকীহ। (আন'আম/৬ : ৯৮)

তাই, কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা হলো-
কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, যেকোন যুগের একজন প্রজ্ঞা/হিকমাহধারী ব্যক্তির ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ব্যবহার করে পরিচালনা করা গবেষণার ফল।

কিয়াসের বৈশিষ্টসমূহ-
১. কিয়াসের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও ঈড়সসড়হ ংবহংব উপস্থিত আছে।
২. কিয়াস একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির গবেষণার ফল
৩. কিয়াস যেকোন যুগের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা করতে পারবে

- তাহলে কোনটি সঠিক? কিয়াস ও ইজমার মূল্য-
  ১. অবশ্যই আছে   ২. আছে   ৩. নেই   ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক?কিয়াস ও ইজমা মূল্য পাবে-
  ১. উৎস হিসেবে   ২. রিফারেন্স হিসেবে   ৩. অন্যকিছু হিসেবে   ৪. বলা কঠিন

---

২. জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা
যে দৃষ্টিকোনসমূহের ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে-
১. Common sense
২. মাঠের অবস্থার (Field effect)
৩. কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণা
৪. প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থের তথ্য (ফিক্হ ও ফিক্হ সম্পর্কিত গ্রন্থের তথ্য)

দৃষ্টিকোন-১

- Common sense-এর আলোকে জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা নীতিমালা তৈরি হয় উৎসের ভিত্তিতে

কোনটি সঠিক? পূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে- জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসে মৌলক ভুল আছে। জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালায় মৌলিক ভুল-

১. থাকবে ২. থাকতে পারে ৩. অবশ্যই থাকবে ৪. কিয়াস।

দৃষ্টিকোন-২

- মাঠের অবস্থার (ঋরবষফ বভভবপঃ) আলোকে জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা পর্যালোচনা

কোন বিষয় সঠিক কিনা তা জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো মাঠের অবস্থা (ঋরবষফ বভভবপঃ) পর্যালোচনা করা। মাঠের অবস্থা বলতে বুঝায় বিষয়টি পালন বা ব্যবহার করে মানুষ লাভবাত না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটি। মাঠের অবস্থা পর্যালোচনায় যদি দেখা যায়- চালু করা বিষয়টিতে বাস্তবে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তবে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া হয় যে চালু করা বিষয়টিতে ভুল আছে। তখন বিষয়টি পুরর্বিবেচনার জন্য মাঠ তথা মানব সমাজ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

উদাহরণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি ঔষধ বাজারে ছাড়া হয় পরিক্ষাগার, জীব-জন্তু ও মানুষের ওপর পরিক্ষা করে নিরাপদ প্রমাণীত হওয়ার পর। তারপর মাঠের অবস্থা (ঋরবষফ বভভবপঃ) পর্যালোচনা করা হয়। যদি দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ ঔষধটি খাওয়ার পর মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে ধরে নেয়া হয় ঔষধটিকে পরিক্ষাগার, জীব-জন্তু ও মানুষের ওপর পরিক্ষার কোন এক স্তরে ভুল হয়েছে। তখন ঔষধটি বাজার থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আমার ৩০-৪০ বছরের চিকিৎসক জীবনে এটি বেশ কয়েকবার ঘটতে দেখেছি। এমনকি চিকিৎসার মূলনীতিরও পরিবর্তন হতে দেখেছি।

Big surgeon big incisson
যে যতো বড় সার্জন হবে সে ততো বড় করে কাটবে
Big surgeon small incisson
যে যতো বড় সার্জন হবে সে ততো ছোট করে কাটবে

বর্তমান ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে এমন অনেক কথা চালু হয়ে আছে যার মাঠের অবস্থা (Field effect) হলো-

১. মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে
২. অসৎ মানুষ তৈরি হতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে
৩. সমাজকে অশান্তিময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে

কোনটি সঠিক? কুরআন ও সুন্নাহ-

১. মানুষকে কুরআনের জ্ঞানী বানাতে চায় ২. সৎ মানুষ বানাতে চায়
৩. মানব সমাজকে শান্তিময় করতে চায় ৪. সবকটি সঠিক

- কোনটি সঠিক?মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা ঐ কথাগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য-

  ১. হতে পারে ২. অবশ্যই হতে পারে না ৩. হতে পারে না ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ইসলামে নামে চালু হওয়া অনেক কথার মাঠের অবস্থা (ঋরবষফ বভভবপঃ) বলে দেয়, প্রচলিত ইসলামী-

  ১. শিক্ষা সঠিক আছে ২. শিক্ষার মূলনীতিতে মৌলিক ত্রুটি আছে

  ৩. কোনটি সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

দৃষ্টিকোন-৩

- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণার আলোকে জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা পর্যালোচনা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন এ পর্যন্তে ইসলামের ৩৯টি মৌলিক বিষয়ে তাদের গবেষণা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে ঐ ৩৯টি বিষয়ের অবস্থান ১ থেকে ৩৯। ঐ ৩৯টি বিষয়-

১. অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।
২. বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সরাসরিভাবে বিজ্ঞান সম্মত।
৩. মানব সমাজকে শান্তিময় করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখামূলক বিষয়।
৪. সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়লে আরবী ভাষা ও গ্রামারের সামান্য জ্ঞান থাকা ব্যক্তির (প্রফেসর ডা. মো: মতিয়ার রহমান) বিষয়গুলো উদঘাটন করতে পারা মোটেই কঠিন নয়।
৫. কুরআন ও হাদীসে সরাসরি থাকা নীতিমালা অনুসরণ করে আল কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে বিষয়গুলো সম্পর্কে যে সকল কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে সে সিদ্ধান্তে কোনভাবে উপনিত হওয়া যায় না।

তাই, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেনের গবেষণার আলোকে সহজে বলা যায়-

১. প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলাম শেখানো হয় না
২. কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত নীতিমালায় মৌলিক ত্রুটি আছে।

দৃষ্টিকোন-৩

- প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থের তথ্য (ফিক্হ ও ফিক্হ সম্পর্কিত গ্রন্থের তথ্য)

- কোনটি সঠিক?প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী, জ্ঞানের চারটি উৎসের নাম লেখা আছে এভাবে-

  ১. আল কুরআন ২. সুন্নাহ (হাদীস) ৩. ইজমা ৪. কিয়াস

ফিক্হগ্রন্থ হলো- মণীষীগণের কিয়াস ও ইজমার তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ।

- কোনটি সঠিক?প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থে জ্ঞানের চারটি উৎস উপস্থাপনের ক্রম দেখলে মনে হয় ইসলামী শিক্ষায়-

  ১. কুরআন ও হাদীসকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি শেখানো হয়।

২. ফিক্‌হগ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়।
৩. কোনটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন

প্রকৃত অবস্থা এটি হতে অকে দূরে!!
এটি কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই প্রবাদ বাক্যেটির অনুরূপ বিষয়।

এ বক্তব্যের প্রমাণ-

ফিক্‌হী তথ্য-১

কুরআন ও ফিক্‌হ গ্রন্থ সমান মর্যাদার গ্রন্থ

গ্রন্থ-১

إن الهداية كالقرآن قد نسخت + ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب. فاحفظ قرائته والزم تلاوتها + يسلم مقالك من زيغ ومن كذب

অনুবাদ: হিদায়া গ্রন্থটি কুরআনের মতোই যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। শরীয়াতের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোনো কিতাব রচিত হয়নি। সুতরাং তোমরা এর পাঠ সংরক্ষণ করবে ও নিয়মিতভাবে তা পাঠ করবে। তাহলে তোমরা অভিব্যক্তি ও বক্তৃতা মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।
(মূল হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকার টীকা থেকে সংগৃহীত। মূল লেখক: বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। ৫১১-৫৯৩ হি:।)

ব্যাখ্যা : এখানে হিদায়াকে সরাসরিভাবে কুরআনের সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থ-২

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে, তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে সত্যের পুঁজারী আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রনয়ণ করলেন যা- সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্হায়, সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।
(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যবই এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই)

মূল লেখক:
১. আল মুখতাসারুল কুদুরী: মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরি। জন্ম- ৩৬২ হি:, মৃত্যু-৪২৮ হি:
২. শরহে বেকায়া: উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হি:।

ব্যাখ্যা: গ্রন্থদুটির উল্লিখিত তথ্যের কালো অক্ষরের অংশের বক্তব্য হলো- তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে ফকীহগণ যে আইনশাস্ত্র তথা ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ণ করে রেখে গেছেন তা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্হায়, সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

এ গুণ শুধু আল কুরআনের আছে। তাই, এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থসমূহকে পরোক্ষভাবে কুরআনের সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থ-৩

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

ব্যাখ্যাঃ গ্রন্থদুটির উল্লিখিত তথ্যের কালো অক্ষরের অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থকে কুরআনের সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ বক্তব্যের সরাসরি শিক্ষা হলো ফিক্হগ্রন্থ এবং কুরআন ও হাদীস অভিন্ন মর্যাদার গ্রন্থ।

গ্রন্থ-৪

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হিঃ থেকে ষষ্ঠ হিঃ শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি।

সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।

বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মুজিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে। যেমন- আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।
(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

উল্লিখিত ৪টি গ্রন্থের তথ্যের সম্মিলিত শিক্ষা
গ্রন্থচারটির উল্লিখিত তথ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থকে আল কুরআন সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে ধারণা দেয়া হয়েছে যে- এখন আল কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়া তথা জ্ঞান অর্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

পর্যালোচনা

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উল্লেখ থাকা তথগুলো সঠিক না হওয়ার প্রমাণ-

প্রমাণ-১

হিদায়া গ্রন্থটি কুরআনের মতোই কথাটি গ্রন্থকারের নয়। এটি হাদ্দাদ নামে এক কবির কথা। হিদায়ার প্রসংশা করতে যেয়ে সে এটি বলেছে। হিদায়া রচিত হওয়ার অনেক পরে এটি কিতাবের ভূমিকায় সংযুক্ত হয়েছে।

প্রমাণ-২

- কোনটি সঠিক? আল কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমান মর্যাদার গ্রন্থ বললে-

১. শিরকের গুনাহ হবে ২. ছগীরা গুনাহ হবে ৩. কোন গুনাহ হবে না ৪. বলা কঠিন।

প্রমাণ-৩

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ج

অনুবাদ: রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (আল বাকারা/২ : ১৮৫)

প্রমাণ-৪

‹‹عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন-আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন যে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিকর করতে এবং আমার নিকট চাইতে সুযোগ পায় না আমি তাকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ(পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯২৬, পৃ. ৫১৩।

তাই, প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ আল কুরআন ও ফিক্‌হ সমান মর্যাদার গ্রন্থ বক্তব্যটি-

১. ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর হতে পারে না।

২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর বক্তব্য বললে, ঐ মণীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। এটিতে কবীরা গুনাহ হবে।

৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের নামে চালিয়ে দেয়া কথা।

৪. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ব্যতীত এ ধরণের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

ফিক্‌হী তথ্য-২
কুরআনের চেয়ে হাদীস অধিক গুরুত্বপূর্ণ
বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কুরআন নয়, হাদীসকে জ্ঞানের মূল/অধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ধরা হয়।

এ কথার প্রমাণ-
প্রমাণ-১
আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে কুরআন না থাকা

প্রমাণ-২
নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.) তিনখন্ড জঈফ তিরমিযি প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে তিনি তার সিলসিলাতুজ জঈফাতে, বুখারী ও মুসলিমের ১৫টি হাদীসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিমের না হলে আমি এগুলোকে জঈফ বলতে দ্বীধা করতাম না।

- কোনটি সঠিক? এ তথ্য অনুযায়ী, প্রচারিত ধারণা হলো, বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের সমালোচনা করা/কুরআনের বিপরীত হলেও অগ্রহনযোগ্য বলা-
  ১. যাবে না ২. অবশ্যই যাবে না ৩. যাবে ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? এ ধরণের কথা বলা-
  ১. নেকী ২. শিরক ৩. ছগীরা গুনাহ ৪. বলা কঠিন

প্রমাণ-৩
আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামায়াত।
আকীদার বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো-
১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা
২. সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা
৩. আল জামায়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের অনুসরণ করা
৪. উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।
(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

- আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতির দলিল কী?

জাল হাদীস

- প্রমাণ-৪

  মাদ্রাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাকজমক সহকারে পালন করা হয় কিন্তু খতমে তাফসীরের কোনো অনুষ্ঠান হয় না।

- প্রমাণ-৫

  মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা কুরআনের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি।

- প্রমাণ-৬

  শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুত তাফসীর নেই বললেই চলে।

- প্রমাণ-৭

  কুরআনের চেয়ে হাদীস ও ফিকহে অনেক বেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর পড়াশুনা করে।

- প্রমাণ-৮

  ইংরেজী ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগ আছে কিন্তু তাফসীর বিভাগ নেই।

- প্রমাণ-৯

  সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের অন্য বিষয়ের (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভুগোল, মাকছুদুল মুমিনিন, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি) জ্ঞানের তূলনায় কুরআনের জ্ঞান ভীষণভাবে কম।

- প্রমাণ-১০

  অসংখ্যা মুসলিম অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়েন কিন্তু হাদীস ও অন্য কোনো গ্রন্থ অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন না।

- প্রমাণ-১১

  আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামায়াত।

আকীদার বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো-

১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা
২. সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা
৩. আল জামায়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের অনুসরণ করা
৪. উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

- প্রমাণ-১২

  মাদ্রাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাকজমক সহকারে পালন করা হয় কিন্তু খতমে তাফসীরের কোনো অনুষ্ঠান হয় না।

- প্রমাণ-১৩

  মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা কুরআনের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি।

- প্রমাণ-১৪

  শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুত তাফসীর নেই বললেই চলে।

- প্রমাণ-১৫

  কুরআনের চেয়ে হাদীস ও ফিকহে অনেক বেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর পড়াশুনা করে।

- প্রমাণ-১৬

  ইংরেজী ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগ আছে কিন্তু তাফসীর বিভাগ নেই।

- প্রমাণ-১৭

  সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের অন্য বিষয়ের (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভুগোল, মাকছুদুল মুমিনিন, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি) জ্ঞানের তূলনায় কুরআনের জ্ঞান ভীষণভাবে কম।

- প্রমাণ-১৮

  অসংখ্যা মুসলিম অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়েন কিন্তু হাদীস ও অন্য কোনো গ্রন্হ অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন না।

যে দলিলের ভিত্তিতে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাময়াতের মূলনীতি থেকে কুরআনকে বাদ দেয়া হয়েছে

আলী (রা.) যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে তাদের (খারিজীদের) বুঝানোর জন্যে পাঠান তখন বলেন-

اِذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَخَاصِمْهُمْ وَلاَ تَحَجَّهُمْ بِالْقُرأنِ فَاِنّهُ ذُوْ وُجُوْهٍ وَلكِنْ بِالسُّنَّةِ ... ... قَالَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِنَ فَانَا اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْهُمْ فِىْ بُيُوْتِنَا نَزَلَ قَالَ صَدَقْتَ وَلكِنَّ الْقُرْأنَ حَمَّالٌ ذُوْ وُجُوْهٍ نَقُوْلُ وَيَقُوْلُوْنَ وَلكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَنِ فَاِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَحِيْصًا

অর্থ: তুমি যাও এবং তাদের সাথে আলোচনা কর। তাদের সাথে কুরআন নয়, সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করবে। কারণ, কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ... ... ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হে আমিরুল মুমিনীন ! কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমাদের বেশি। আমাদের বাড়িতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আলী (রা.) বলেন- তুমি সত্য বলেছো। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আমরা কুরআনের কথা বলবো তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করলে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ড. খোন্দকার, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২১৭; আস-সূয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাত, পৃঃ ৫৯

- কোনটি সঠিক? সঠিক পথে আছেন সে ব্যক্তি যিনি জয়ী হয়েছেন-

  ১. কুরআন দিয়ে বিতর্ক করে ২. হাদীস দিয়ে বিতর্ক করে
  ৩. ফিকহ দিয়ে বিতর্ক করে ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? এ বক্তব্য-

  ১. আলী (রা.)-এর বক্তব্য ২. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের
  ৩. গোয়েন্দা মণীষীদের মনে হয় ৪. বলা কঠিন

,, عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ،

هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন-* হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। তখন আমি আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্য হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী যা (কুরআন) দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না তা দ্বারা আলেমরা তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো

হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে স্থায়ী সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ القُرْآنِ(কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

- ফিক্হী তথ্য-৩
  ফিকহের জ্ঞান হাদীসের জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

গ্রন্থ-১
ইমাম মালেক (রহ.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল (রহ.) কে বলেন- আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম করো এবং ইলমে ফিকহ বেশি অর্জন করো। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১১)

গ্রন্থ-২ ও ৩
এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে, তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে সত্যের পুঁজারী আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রনয়ণ করলেন যা- সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্হায়, সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। (আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যবই এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই)

মূল লেখক:
১. আল মুখতাসারুল কুদুরী: মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরি। জন্ম- ৩৬২ হি:, মৃত্যু-৪২৮ হি:
২. শরহে বেকায়া: উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হি:।

ব্যাখ্যা: গ্রন্থদুটির উল্লিখিত তথ্যের কালো অক্ষরের অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থকে সুন্নাহর সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থ-৪ ও ৫

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে, পৃষ্ঠা-১০ এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬)

ব্যাখ্যাঃ গ্রন্থদুটির উল্লিখিত তথ্যের কালো অক্ষরের অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থকে সুন্নাহর সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মিলিত পর্যালোচনাঃ

বক্তগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে ধারণা দেয়া হয়েছে যে- এখন হাদীসগ্রন্থ না পড়ে ফিক্হগ্রন্থ পড়া অধিক উত্তম।

<u>আলোচ্য তথ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত রায়</u>

এ বক্তব্য-

১. ১ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর হতে পারে না।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর বক্তব্য বললে, ঐ মণীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। এটিতে কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিসের দোসরদের (গোয়েন্দা মণীষী) ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের নামে চালিয়ে দেয়া কথা।
৪. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ব্যতীত এ ধরণের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

- কোনটি সঠিক?ইমাম আবু হানীফার (রহ.) ছাত্ররা ইমামের কতভাগ সিদ্ধান্তে দ্বিমত করেছিলেন-

১. ৭৫%   ২. ২৫%   ৩. ৫০%   ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক?ইমাম আবু হানীফার (রহ.)-

১. অনেক বড় মাপের ফকীহ ছিলেন
২. সাধারণ মানের ফকীহ ছিলেন না
৩. অন্যকিছু।

❖ ফিক্হী তথ্য-৪

কুরআনের জ্ঞান অর্জন/কুরআন ব্যাখ্যা করা ভীষণ কঠিন

গ্রন্থ-১
আল মালাল ওয়ান নাহাল
কুরআনের জ্ঞান অর্জন/ব্যাখ্যা করার মূলনীতি
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ব্যতীত অন্য পথ নেই।

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞানা
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহর জানা
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের জানা
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাবস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া
৭. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দিষ্ট দ্বারা বিশষভাবে ভূষিত হওয়া
৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া
৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালা সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মারিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

ব্যাখ্যা: তাকলীদ অর্থ অন্ধঅনুসরণ। তাই, তথ্যটির শিক্ষা হলো- যার উল্লিখিত শর্তগুলোর অভাব আছে তার কুরআন বুঝতে চেষ্টা করা নিষেধ।

গ্রন্থ-২
মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি
১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুত তাওহীদ জানা
৪. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দ্বারা করা
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা
৬. কুরআন, সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা
৭. সাহাবা রা.-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দ্বারা তাফসীর করা
৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া
৯. ইসলামী আইন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
১০. শানে নযুল জানা
১২. নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।
১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

১৩. ইলমুল কিরআত জানা,
১৪. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা
১৫. একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে একটি উপর অগ্রাধিকার দেয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার সুক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।
(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

গ্রন্থ-৩
আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন
কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি
১. সহীহ আকীদা
২. সহীহ নিয়্যত
৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা
৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী
৫. শানে নযুল
৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব।
৭. মাক্কী মাদানী সূরা
৮. নাসিখ-মানসূখ
৯. মুহকাম মুতাশাবিহ
১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান
১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান।
১২. ইত্যাদি
আস-সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-২৩০

গ্রন্থ-৪
মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর
কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি
১. আরবী ভাষা- ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত
২. উসুলুদ্দীন- কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা
৩. উসূলুল ফিকহ
৪. শানে নযুল ও ক্বাসাস
৫. নাসিখ-মানসূখ।
৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া
৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব
৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা, ৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ১০. ইত্যাদি।
আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর, পৃ. ৫-৭।

গ্রন্থ-৫

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হিঃ থেকে ষষ্ঠ হিঃ শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মুজিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।

তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে। যেমন- আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী

২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান

৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।

৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

ব্যাখ্যা : গ্রন্থটির বক্তব্যের উল্লিখিত অংশের তথ্য হলো- যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে হিজরী সপ্তম শতক থেকে অন্ধঅনুসরণ যুগের সূচনা হয়। ফলে আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলেই অন্ধঅনুসরণ করতে আরম্ভ করে। এ তথ্য থেকে জানা যায়- কুরআন জানা, বোঝা, গবেষণা করা ভীষণ কঠিন। তাই, অতি উচ্চমানের আলিম ব্যতীত সকলকে মণীষীদের অন্ধঅনুসরণ করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)